মেরিনার | মেরিন ইঞ্জিনিয়ার

নীল দরিয়ার নবীন নাবিক

● আহমেদ বায়েজীদ

বর্তমান বিশ্বে যে কয়েকটি পেশা বেশি আকর্ষণীয় ও লোভনীয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো মেরিন ইঞ্জিনিয়ার বা মেরিন অফিসার। সারা পৃথিবীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশই হয়ে থাকে সমুদ্রপথে। আর যার প্রধান বাহন হচ্ছে পৃথিবীর সমুদ্রপথ জুড়ে চলা ৫০ হাজারেরও বেশি মার্চেন্ট শিপ। তাই মেরিন অফিসার হিসেবে ক্যারিয়ার গড়ার জন্য রয়েছে বিশাল কর্মক্ষেত্র। সমুদ্রের নীল জলরাশির মাঝে বন্দর থেকে বন্দরে ভেসে যাওয়া বিশালাকৃতির জাহাজগুলো পরিচালনা ও দেখভাল করাই মূলত একজন মেরিন অফিসারের কাজ। আজকাল অনেক তরুণই প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতির চেয়ে একটু ব্যতিক্রমী উপায়ে ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহী। এসব ক্ষেত্রে তরুণদের পছন্দ সাধারণত আকর্ষণীয়, বৈচিত্র্যময় ও চ্যালেঞ্জিং পেশা। সেদিক থেকে পেশা হিসেবে মেরিনার তরুণদের জন্য আদর্শ একটি পেশা হতে পারে। এ পেশায় বৈচিত্র্য ও চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি রয়েছে ভালো ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ। আর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের সুযোগটা সেই সঙ্গে বাড়তি পাওনা। আছে নীল সমুদ্রে ভেসে বেড়ানোর ঈর্ষণীয় আনন্দ। অন্যান্য পেশার তুলনায় মেরিনারদের পারিশ্রমিকও অনেক বেশি হয়ে থাকে।

হতে হলে মেরিনার

সমুদ্রগামী জাহাজের কর্মকর্তারা মেরিন অফিসার হিসেবে পরিচিত হলেও এদের মধ্যে রয়েছে মূলত দুটি বিভাগ। একটি মাস্টার মেরিনার, অন্যটি মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। মাস্টার মেরিনাররা সাধারণত জাহাজের পথ নির্দেশ করেন। রুট নির্ধারণ, গতিপথ নির্দেশসহ বিষয়গুলো দেখভাল করেন তারা। আর যারা জাহাজের কারিগরি দিক দেখভাল করেন তাদের বলা হয় মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। এই দুটি বিভাগের জন্য মেরিন একাডেমিতে রয়েছে আলাদা কোর্স। একটি নটিক্যাল সায়েন্স, অন্যটি মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং। মাস্টার মেরিনার হতে হলে পড়তে হবে নটিক্যাল সায়েন্স বিভাগে। আর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ডিগ্রিধারীরা হবেন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। তবে সাধারণ মানুষের কাছে দুই বিভাগের কর্মকর্তারা সবাই মূলত মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে পরিচিত।

এ পেশায় যাওয়ার জন্য সাধারণত দুটি পথ খোলা আছে। একটি অফিসার ক্যাডেট হিসেবে নৌবাহিনীতে যোগদান। অন্যটি তিন বছর মেয়াদি মেরিন সায়েন্সে ডিগ্রি অর্জন। বেসামরিক মেরিন একাডেমি থেকে উত্তীর্ণরা বেসরকারি বাণিজ্যিক জাহাজে অফিসার অথবা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারেন। নৌবাহিনীর অফিসার ক্যাডেট পদে যোগদানের ক্ষেত্রে অন্য সামরিক বাহিনীর মতোই ১৬ থেকে ২১ বছর বয়সী বিজ্ঞান বিভাগে এইচএসসি উত্তীর্ণরা আবেদন করতে পারবেন। উচ্চতা পুরুষ ও নারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি ও ৫ ফুট ২ ইঞ্চি হতে হবে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৩ দশমিক ৫০ থাকতে হবে। সেইসঙ্গে উভয় পরীক্ষায় গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানে আলাদাভাবে ন্যূনতম ৩ দশমিক ৫০ জিপিএ থাকতে হবে এবং দৃষ্টিশক্তি হতে হবে ত্রুটিহীন। চক্ষু বিজ্ঞানের হিসাবে এটা ৬/৬ হতে হবে।

বেসামরিক মেরিন পড়ালেখা

মেরিন অফিসার বা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য সরকারি বা নৌবাহিনীর চেয়ে বেসরকারি খাতে চাকরির সুযোগ বেশি। মূলত আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে বাণিজ্যিক জাহাজের জন্যই মেরিনারদের চাহিদা প্রচুর। আর বেসরকারি জাহাজের মেরিন অফিসার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য পড়তে হবে মেরিন একাডেমিতে। বাংলাদেশে একটি সরকারি মেরিন একাডেমি রয়েছে। চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরে আনোয়ারা নামক স্থানে মেরিন একাডেমির একমাত্র ক্যাম্পাস। ১৯৬২ সালে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। এখানে প্রতি বছর ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে ক্যাডেট রিক্রুটমেন্ট পরীক্ষা হয়। মেরিন একাডেমিতে দুই বছর মেয়াদি তাত্ত্বিক কোর্স এবং এক বছরের 'অন জব ট্রেনিং' মিলে মোট তিন বছরে শেষ হবে স্নাতক ডিগ্রি। এখানে ভর্তির জন্য উভয় পরীক্ষায় জিপিএ ৩ দশমিক ৫০ সহ বিজ্ঞান ও গণিতে আলাদাভাবে ন্যূনতম ৩ দশমিক ৫০ পয়েন্ট থাকতে হবে। দৈহিক উচ্চতা ও ফিটনেসও থাকতে হবে সামরিক বাহিনীর ক্যাডেটদের যোগ্যতার মতো। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে ৬/৬। প্রার্থীদের অবশ্যই সাঁতার ও ভালো ইংরেজি জানা বাধ্যতামূলক। পাঁচটি ধাপে মেরিন একাডেমিতে ক্যাডেট নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়। প্রথমে ৩০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। এরপর পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক শারীরিক ও সাঁতার পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, দৃষ্টিশক্তি ও বর্ণ পর্যবেক্ষণ পরীক্ষা এবং চূড়ান্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষায় কমপক্ষে ১৫০ পাওয়া বাধ্যতামূলক। সাঁতারের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য ৬০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারের এবং ৩ মিনিট পানিতে ভেসে থাকার পরীক্ষা নেয়া হয়।

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিতে প্রতি বছর দুইশ আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। একাডেমিক কাউন্সিল উত্তীর্ণদের মেধা ও যোগ্যতা বিবেচনা করে নটিক্যাল সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। একজন শিক্ষার্থী শুধু একবারই মেরিন একাডেমিতে ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারেন। মেরিন একাডেমিতে কোর্স সম্পন্ন করতে একজন শিক্ষার্থীর খরচ হবে সাড়ে চার থেকে পাঁচ লাখ টাকার মতো। বিস্তারিত জানতে মেরিন একাডেমির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ভিজিট

করতে পারেন– www.macademy.gov.bd

শিক্ষার্থীদের মাঝে মেরিন বিষয়ে পড়াশোনার ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দেশে গড়ে উঠেছে বেশকিছু বেসরকারি মেরিন একাডেমি। এসব প্রতিষ্ঠানেও সুযোগ রয়েছে মেরিনার কোর্স সম্পন্ন করার। তবে সরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে খরচ পড়বে কয়েকগুণ বেশি। সুযোগ-সুবিধাও সরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে তুলনামূলক কম। এসব একাডেমি থেকে ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ডিগ্রি দেয়া হয়। বেসরকারি মেরিন একাডেমিতে খরচ হবে প্রতিষ্ঠানভেদে ১২ থেকে ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত। দেশের শীর্ষস্থানীয় মেরিন একাডেমিগুলোর মধ্যে রয়েছে শাহ মেরিন একাডেমি, শ্যামলী, ঢাকা; আটলান্টিক মেরিন একাডেমি, উত্তরা, ঢাকা; ক্যামব্রিজ মেরিটাইম কলেজ, উত্তরা, ঢাকা; ইউনাইটেড মেরিন একাডেমি, ঢাকা; ইস্ট-ওয়েস্ট মেরিন একাডেমি, ঢাকা। সরকারি ও বেসরকারি মেরিন একাডেমির মধ্যে মূল পার্থক্য মূলত সনদ, টিউশন ফি ও সিটাইম-এ।

কোর্স, প্রশিক্ষণ ও সনদ

সরকারি মেরিন একাডেমি থেকে পাস করার পর শিক্ষার্থীদের BMS (Bachelor in Maritime Science) ও প্রি-সি মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স ডিগ্রি দেয়া হয়। এটি বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি স্নাতক ডিগ্রি। আর বেসরকারি একাডেমিগুলো থেকে ডিপ্লোমা বা সমমানের ডিগ্রি দেয়া হয়। সরকারি মেরিন একাডেমির ছাত্রদের দুই বছরের পড়াশোনা শেষে ১২ মাসের অন জব ট্রেনিং বা ইন্টার্নশিপ করতে হয়। এটাকে সিটাইমও বলা হয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য এই ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ৩৬ মাস বা তিন বছর। জুনিয়র ক্যাডেট হিসেবে অন জব ট্রেনিংয়ের সময় স্বল্প পরিমাণে বেতনও পাওয়া যায়। এ সময়ের ব্যবহারিক ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে মূলত একজন মেরিনারকে সমুদ্রের পরিবেশ ও নিজের কার্যপরিবেশ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে হয়। এই সময়টা একজন শিক্ষার্থীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় অর্জিত জ্ঞান পরবর্তী সময়ে পেশাজীবনে প্রয়োগের ওপর ক্যারিয়ারে সফলতাও নির্ভর করে। সিটাইমের ব্যবহারিক ট্রেনিংয়ের মধ্যে রয়েছে রোয়িং, পাওয়ার বোট হ্যান্ডলিং, সিগন্যালিং, সিমাফোর অ্যান্ড অ্যাভিল্যুশনস। এছাড়া থাকে ওয়ার্কশপ ইঞ্জিনিয়ারিং, সিম্যানশিপ, ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ল্যাবরেটরিজ ইত্যাদি।

সিটাইম শেষে একজন মেরিনার হিসেবে যোগদানের জন্য বেশকিছু আনুষ্ঠানিকতা দরকার। বেশকিছু কাগজপত্র ও সনদ পেতে হয় এ সময়, যেগুলো যে কোনো দেশি বা বিদেশি জাহাজে যোগদানের জন্য দরকার। এর মধ্যে অন্যতম হলো সিডিসি বা কন্টিনিউয়াস ডিসচার্জিং সার্টিফিকেট। সিডিসিকে মেরিন পাসপোর্টও বলা হয়ে থাকে। এছাড়া আছে রাষ্ট্রীয় পাসপোর্ট ও বেসিক কোর্স সনদ। সিটাইম শেষে পরীক্ষা দিয়ে অর্জন করতে হয় সিওসি বা সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সি। এটি অর্জন করার পর মূলত অফিসার হিসেবে জাহাজে যোগদান করা যায়। বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি থেকে পড়াশোনা শেষ করলে সিডিসি পাওয়া অনেকটা সহজ হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠান বিধায় এরা তুলনামূলক বেশি সুবিধা পায়। বেসরকারি একাডেমিগুলোর ক্ষেত্রে অনেক প্রতিষ্ঠান উদ্যোগী হয়ে স্টুডেন্টদের সিডিসি তৈরি করে দেয়। কখনো কখনো এরা সিটাইম শেষে জাহাজে যোগদানেরও ব্যবস্থা করে দেয়।

কাজে যোগদান, পারিশ্রমিক

সফলভাবে সিটাইম বা অন জব ট্রেনিং শেষ করার পর একজন মেরিনার কাজে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হন। এ সময় জুনিয়র অফিসার হিসেবে দেশি বা বিদেশি জাহাজে যোগদান করা যায়। কাগজপত্র তৈরিসহ চাকরি জোগাড় করে 'জাহাজে ওঠা'র জন্য মেরিন ম্যান এজেন্টের সহায়তা নিতে হয়। এসব এজেন্ট কমিশনের মাধ্যমে জাহাজে চাকরির আবেদন করার সুযোগ করে দেয়। ক্ষেত্রবিশেষে এরা চাকরির ব্যবস্থাও করে দিতে পারে। বর্তমান বিশ্বে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারদের প্রচুর চাহিদা রয়েছে একথা সত্যি, তবে নবীনদের সেই পথটা খুঁজে পেতে একটু কষ্ট হবে বৈকি! অনেক সময় যথাযথ পন্থা অবলম্বন করতে না পারার কারণে অনেক তরুণ হয়রানির শিকার হয়। প্রাথমিকভাবে মেরিনার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া একটু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। পাস করা ও সিটাইম করাসহ এমনিতেই ৩-৪ বছর চলে যায়। এরপর জুনিয়র মেরিনার হিসেবেও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা খুব বেশি নয়। তবে অভিজ্ঞতা যত বাড়বে, কাজের দক্ষতা যত বাড়বে, একজন মেরিনারের পদোন্নতি ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। অফিসার বিভাগে যথাক্রমে থার্ড অফিসার, সেকেন্ড অফিসার, চিফ অফিসার থেকে ক্যাপ্টেন হওয়া যায়। আর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে হলে ফোর্থ ইঞ্জিনিয়ার, থার্ড ইঞ্জিনিয়ার, সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার থেকে চিফ ইঞ্জিনিয়ার পর্যায়ে যাওয়া যায়। একজন ক্যাপ্টেন বা চিফ ইঞ্জিনিয়ার গড়ে ১০ হাজার ডলার পারিশ্রমিক লাভ করতে পারেন। ■

মেরিন একাডেমির ছাত্রদের বেকারত্বের হার শূন্য

--মো. মাহফুজুর রহমান

বিখ্যাত শিপিং কোম্পানি রোয়ান অ্যান্ড ড্রিলিংয়ের সাবেক কর্মকর্তা মো. মাহফুজুর রহমান। দেশি একটি মেরিন একাডেমি থেকে পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করেছেন দেশ-বিদেশের বেশকিছু প্রতিষ্ঠানে। বর্তমানে এল অ্যান্ড আর ইনসিডেন্ট প্রিভেনশন স্পেশালিস্ট হিসেবে কর্মরত আছেন শেভরন বাংলাদেশে।

পেশা হিসেবে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে মাহফুজ বলেন, সম্ভাবনাময় ও নিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই বেশিরভাগ তরুণ এই পেশায় আসতে চাচ্ছে। এ পেশায় একদিকে যেমন বৈচিত্র্য, চ্যালেঞ্জ আর দেশ ভ্রমণের সুযোগ রয়েছে, অন্যদিকে রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা। পুরোপুরি কর্মমুখী শিক্ষা হওয়ার কারণে মেরিন একাডেমির ছাত্রদের বেকারত্বের হার শূন্য। তাই এখন অনেকেই এই পেশা বেছে নিচ্ছেন। মেধাবী ও উদ্যমী তরুণরা এই পেশায় এলে ভালো করবে বলে বিশ্বাস করি। তবে এ পেশায় পড়াশোনা ও অন জব ট্রেনিং পাওয়ার পর থেকে উন্নত ক্যারিয়ার পর্যন্ত পথটি একটু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। অনেক ক্ষেত্রেই পড়াশোনা শেষে কাজে যোগদানের জন্য আনুষ্ঠানিকতা সারতে বেশি সময় লেগে যায়। এ সময় উৎসাহ হারালে চলবে না। আরেকটি বিষয়, সেটা হলো– খুব দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। সাধারণত ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে খুব বেশি আর্থিক সুযোগ-সুবিধা আসবে না। সময় ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর পরিমাণ বাড়তে থাকবে।

অপার সম্ভাবনার পাশাপাশি এই পেশায় অনেক ক্ষেত্রেই তরুণদের কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। যেমন বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত কোনো কোনো মেরিন একাডেমির কোর্স এবং ব্যবহারিক ব্যবস্থা নিম্নমানের। অনেক প্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাও দায়সারা গোছের। ভালো মানের প্রশিক্ষকের সঙ্কটও রয়েছে অনেক প্রতিষ্ঠানে। আর নিম্নমানের কোর্স সম্পন্ন করে ভালো মানের বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চাকরি করতে গেলে প্রায়ই নানামুখী সমস্যায় পড়তে হয়। তাই বেসরকারি মেরিন একাডেমিতে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজখবর নিতে হবে। কোর্স-পরবর্তী সিটাইম ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র তৈরিতে যদি প্রতিষ্ঠান আন্তরিক হয়, তাহলে খুবই উপকারী হবে।